কালের কণ্ঠ

তারিখ 18 APR 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

রাবি উপাচার্য ও শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় দোষীদের শাস্তি দাবি

আজ স্মারকলিপি দেবে ডিনস কমিটি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিনসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানানো হয়। লাঞ্ছনার ঘটনায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে একই দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ফেডারেশন।

এদিকে এ ঘটনায় আজ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমিটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক বিশ্বজিৎ চন্দ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক দিলীপ রায় বলেন, 'গত বুধবার রাজশাহী-১ আসনের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরী উপাচার্যের কার্যালয়ে এসে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিনের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের মাধ্যমে একটি ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্ম দেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরদিন বৃহস্পতিবার মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকার উপাচার্যের দপ্তরে এসে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটান।'

এ ধরনের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করার শামিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিকে অপমান মূলত গোটা বিশ্ববিদ্যালয় তথা ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের অপমানের পর্যায়ে পড়ে। একজন সংসদ সদস্য কর্তৃক সম্পাদিত এ ধরনের কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় আইন তথা ৭৩ সালের অধ্যাদেশের পরিপন্থী।' সম্মেলন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত রাখতে লাঞ্ছনার ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তি দিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি প্রদীপ মার্ডি, সহসভাপতি মিঠুন রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুর রহমান, সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা ইকবাল কবির প্রমুখ।

এদিকে লাঞ্ছনার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে বিচার দাবি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ফেডারেশন। সংগঠনের রাজনৈতিক শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক কিংশুক কিঞ্জল স্বাক্ষরিত গতকাল দুপুরে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার 'জামায়াতি প্রতিষ্ঠানের' পক্ষ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন রাজশাহী-১ (তানোর-গোদাগাড়ী) এমপি ও রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরী। এ সময় অশালীন ভাষায় উচ্চবাচ্যও করেন ওই এমপি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বেসরকারি শাহ মখদুম মেডিক্যাল কলেজে নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষার্থী ভর্তির অভিযোগে কলেজটিকে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এমপি ওমর ফারুক চৌধুরী। তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জরিমানা করায় ক্ষিপ্ত হয়ে উপাচার্যকে দেখিয়ে নেওয়ার হুমকি দেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়ার চাপ প্রদানসহ বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় টেনে উপাচার্যের সঙ্গে অশালীন ভাষায় কথা বলেন ওমর ফারুক। পরদিন বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য চাপ দিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিনসহ অন্তত পাঁচ শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকার ও তাঁর সহযোগীরা।